ইউনিট ৬

রচনা ও অনুরচন

ভূমিকা

সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া

রচনা শব্দটি আমাদের খুব পরিচিত। রচনা কথার অর্থ বিন্যাস, সৃষ্টি বা গঠন। ফুল দিয়ে মালাগাঁথাকে মালা রচনা বলে, মাথার চুলে বেনী তৈরি করাকে বেনী রচনা বলা হয়। আবার শ্রেণিতে কোন একটি বিষয়ে বিশেষভাবে বা বিশেষ কাঠামো অবলম্বনে রচনা লেখা হয়। শ্রেণি পাঠনার ক্ষেত্রে রচনা আর প্রবন্ধ একই অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অন্য দিকে গল্প কবিতা উপন্যাস ইত্যাদি লেখাকে সৃজনশীল রচনা বলা হয়। রচনাও একটা সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া। এর মধ্যে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা, লব্ধজ্ঞান, শব্দ চয়ন, প্রকাশ ক্ষমতা ও বিন্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়।

আলোচনার সুবিধার জন্য রচনা সম্পর্কিত এই ইউনিটটিকে দুইটি পাঠে ভাগ করেছি। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ৬.১: রচনা শিখন-শেখানোর উদ্দেশ্য, পূর্ব প্রস্তুতি ও পদ্ধতি

পাঠ- ৬.২: অনুরচন শিখন-শেখানোর উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

পাঠ ৬.১ রচনা শিখন-শেখানোর উদ্দেশ্য, পূর্ব প্রস্তুতি ও পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি–

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাংলা রচনা লেখা শেখাবার উদ্দেশ্যগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন;
- রচনা লেখা শেখাবার পূর্বপ্রস্তুতিমূলক কাজগুলো বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- রচনা লেখা শেখাবার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

রচনা লেখা শেখানোর উদ্দেশ্য

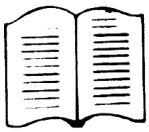

বিদ্যালয়ে রচনা লেখা শেখানোর প্রধান লক্ষ্য শিশুদের স্বাধীনভাবে লেখার ক্ষমতা জাগ্রত ও বিকশিত করা। এর মধ্য দিয়ে তাদের সৃজনশীল প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে ধরা বাধা ভাবে কতকগুলো রচনা মুখস্থ করানো হয় ও তা লিখতে দেওয়া হয়। ফলে সেই লেখা থেকে শিশুর স্বকীয়তা, সৃজনশীলতা, ভাষার দক্ষতা কিছুই বিচার করা যায় না। এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত সার্থকভাবে শিশুদের রচনা লেখার স্বাধীন ক্ষমতা যাতে জন্মে সেই লক্ষ্যে আমরা জানতে চেষ্টা করি রচনা শিক্ষাদানের প্রধান উদ্দেশ্য কি কি।

রচনা লেখা শেখানোর উদ্দেশ্যাবলি

– শিশুর লৈখিক ভাষা দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

– শিশুর সৃজনশীল প্রকাশ ক্ষমতার বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন।

– পরিবেশের জীবজন্তু, গাছপালা, আকাশ-মাটি, বস্তু বা ঘটনা দেখে সে সম্পর্কে শিশুরা ধারণা লাভ করবে ও তা প্রকাশ করতে পারা।

– নিজ ধারণা মত বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও বর্ণনা করা।

– নিজের চিন্তা কল্পনা ও ভাল লাগার কথা ব্যক্ত করা।

– শিশুর মধ্যে নিজে নিজে বলতে ও লিখতে পারার আত্মবিশ্বাস জাগানো।

রচনা লেখা শেখাবার পূর্ব প্রস্তুতি

সব কাজের জন্য প্রস্তুতি দরকার। রচনা বা সৃজনশীল কিছু লেখা শেখাবার জন্য পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। প্রস্তুতিমূলক কাজের পরিধিও খুব বিস্তৃত। সৃজনশীলতার পাঠ দেবার জন্য শিক্ষকেরও সৃজনশীল হওয়া দরকার। শিশু মনের উপর আলোকপাত করে তাদের সৃজনীশক্তি জাগ্রত করা খুবই দরকার। সেই লক্ষ্যে নিচের কাজগুলো করানো উচিত।

- শিশুতোষ গল্প, কবিতা, ছড়া ইত্যাদি পড়ে শোনানো বা পড়ার সুযোগ দিয়ে শিশুমন পুলকিতকরা, তাদের মধ্যে কল্পনার স্ফূরণ ঘটানো এবং তাদের অভিজ্ঞতা বাড়ানো।

- প্রাকৃতিক পরিবেশে নিয়ে যাওয়া। আকাশ, গাছপালা, নদী মাঠ, ধান ক্ষেত, ফুল, পাখি দেখিয়ে শিশুদের মনের সম্পদ বাড়ানো ও তাদের কল্পনাকে সৃজনমুখী করে তোলা। এসব দেখতে তাদের কাছে কেমন লাগছে, বা কোনটা কিসের মত দেখাচ্ছে এই ধরনের নানা প্রশ্ন করে স্বাধীনভাবে লেখার দিকে শিশুদের প্রলুব্ধ করা ।

- সুন্দর সুন্দর ছবি দেখিয়ে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করে শিশুদের কল্পনা ও প্রকাশ ক্ষমতাকে সৃজনমুখী করা।

- শিশুরা ছবি আঁকতে ভালভাসে। খুশীমত ছবি এঁকে সে সম্পর্কে তাদের লিখতে বলা।

- শিশুর মনে ভাব উদয় হয় এমন খেলা, কাজ, ঘটনা বা অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে লেখার আগ্রহ সৃষ্টি করা।

- শিশুদের সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য দেয়াল পত্রিকা, স্কুল পত্রিকা, শিশুতোষ পত্রিকা, বিশেষ প্রয়োজনীয়। স্বয়ং সংকলন বা ভাললাগা গল্প, কবিতা, বাণী, উদ্ধৃতি, ছবি সংগ্রহের খাতা তৈরির কাজে সহায়তা করা।

রচনা লেখা শেখাবার পদ্ধতি

রচনা লেখা শেখাবার ধরাবাঁধা পদ্ধতি খুব বেশি কার্যকর হয় না। শিশুদের সাথে কথা বলতে হবে ও তাদের মধ্যে প্রকাশ করার ইচ্ছা ও দক্ষতার সূচনা করতে হবে। তবুও কিছু পদ্ধতি বা নিয়ম আমাদের জানা দরকার। রচনা লেখা শেখাবার পূর্ব প্রস্তুতি সম্পর্কে আলোচনার সময় আমরা কয়েকটি বিষয়ের কথা বলেছি। সেই সূত্র ধরে আমরা শিশুদের ভাষা বিকাশের পথে তাদের সঙ্গী হয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, যার প্রধান লক্ষ্য হবে কিভাবে শিশুরা স্বাধীন ভাবে রচনা লিখতে শিখবে।

আঁকা ছবি অবলম্বনে রচনা

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে শিশুদের রচনা তাদের আঁকা ছবি বা সংগৃহীত ছবি ও দুচারটি বাক্যের মধ্যে সীমিত থাকবে। যে কথা শিশু লিখতে পারে না, শিক্ষক তা লিখে দেবেন। বাক্য গঠনে অসুবিধা হলে তা শিখিয়ে দেবেন। তবে প্রাথমিক শ্রেণি দুটিতে শিশুদের লেখা দীর্ঘ হবে না। খাতার এক পাতার মধ্যে সীমিত থাকতে পারে। শব্দ চয়ন, বানানের বেলায়ও শিক্ষক শিশুদের সাহায্য করবেন। সব শ্রেণির শিশুরা ইচ্ছা করল তাদের রচনায় ছবি ব্যবহার করতে পারে। মনে রাখতে হবে যে, রচনার বিষয়বস্তু মূর্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ছোট বয়সে বিমূর্ত ধারণা শিশুদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এখন আমরা আরো কয়েকটি বিষয় জেনে নিই, যা রচনা লেখা শেখাবার কাজে আপনাকে সাহায্য করবে।

১. যে বিষয়ে রচনা লেখানো হবে সে বিষয়টি সম্পর্কে শিশুদের জানানো ও আগ্রহ সৃষ্টি করা।

২. বিষয়টি সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ধারণা দান। লব্ধ ধারণা মুখে মুখে বলা। পরে তা লেখানো।

৩. প্রাকৃতিক বা সামাজিক পরিবেশে নিয়ে যাওয়া। যাদুঘর, পোস্ট অফিস, ধানক্ষেত, পুল,নদী, বাগান ইত্যাদি দেখিয়ে সে বিষয়ে তাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া। উত্তরগুলো একত্র করা ও লেখানো।

৪. কোন কথার পর কোন কথা সাজানো বা রচনার বিন্যাস সম্পর্কে ধারণা দান বাক্য কার্ড সাজিয়ে শিক্ষা দেওয়া যায়।

৫. সুন্দর সুন্দর রচনা প্রদর্শন ও সে বিষয়ে আলোচনা।

৬. কোন গল্প শুনিয়ে তা আবার শিশুদের খুশীমত লিখতে বলা।

৭. কোন শিশু যদি তার রচনা, ছড়া বা কবিতায় লেখে তাকে উৎসাহ দান করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১. রচনা ও অনুরচন কথা দুটি–
ক. সমার্থক
খ. সম্পর্কহীন
গ. সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া
ঘ. শিক্ষাদান খুব কঠিন।

২. রচনা লেখা শেখানোর প্রধান উদ্দেশ্য–
ক. স্বাধীনভাবে লেখার ক্ষমতা জাগ্রত করা
খ. সৃজনশীল প্রতিভার উন্মেষ ঘটানো
গ. বিষয়বস্তু মুখস্থ করানো
ঘ. ক ও খ।

৩. রচনা লেখা শেখানোর জন্য পূর্ব প্রস্তুতি মূলক কাজের পরিধি–
ক. খুব বিস্তৃতি
খ. সামান্য
গ. অত্যন্ত সীমিত
ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের রচনা লেখা শেখাবার প্রয়োজন আছে কি? যদি প্রয়োজন থাকে তাহলে এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।

২. রচনা লেখা শেখাবার পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কাজগুলোর একটা তালিকা তৈরি করুন।

পাঠ ৬.২

অনুরচন শিখন-শেখানোর উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি–

- অনুরচন বলতে কি বোঝায় তা বলতে পারবেন এবং
- অনুরচনের বিভিন্ন দিকগুলো সনাক্ত করতে পারবেন।

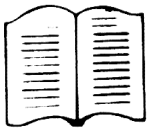

অনুরচনের সাথে রচনার সম্পর্ক বেশ গভীর। এখন আমরা অনুরচন কি সে সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি। ভাষার লৈখিক অনুশীলন সম্পর্কে আলোচনায় আমরা বর্ণনা, ঘোষণা, বিবরণ, নির্দেশ, বিজ্ঞপ্তি, চিঠিপত্র ইত্যাদি কাজগুলোর কথা বলেছি। ভাবসম্প্রসারণ, ভাবসংকোচন, সারাংশ, রিভিউ, কথিকা লিখন এগুলোও ভাষা অনুশীলনের অনুষঙ্গ। এগুলোকে আমরা অনুরচন বলতে পারি।

ভাষা দক্ষতার মূলে রয়েছে শব্দ, বাক্য ও অনুচ্ছেদ লেখার কলা-কৌশল। শিক্ষার্থী রচনা ও অনুরচন শেখার মাধ্যমে ভাষা প্রয়োগের দক্ষতা অর্জন করে। কোন বিষয়ে কতটুকু লিখতে হবে তা তারা জানতে পারে। বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য ও পরিমাণবোধ সম্পর্কে ধারণা অনুরচন থেকে তারা পায়।

অনুরচনের বিভিন্ন দিক বা আঙ্গিক

আমরা আগেই জেনেছি যে রচনা ও অনুরচনের মাধ্য একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কারণ এগুলো ভাষা সংক্রান্ত কাজ। ভাষা প্রকাশের দক্ষতা বৃদ্ধি এর প্রধান লক্ষ্য। অনুরচনের মধ্যে রয়েছে:

- ভাবসম্প্রসারণ
- ভাবসংকোচন
- প্রতিবেদন
- সারাংশ
- বই সম্পর্কে আলোচনা বা রিভিউ
- ঘোষণা
- চিঠিপত্র

ভাবসম্প্রসারণ

এখন আমরা ভাবসম্প্রসারণ এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করছি। সাধারণত ভাবসম্প্রসারণ উপরের শ্রেণিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। তবুও প্রাথমিক স্তরের শেষের দিকে কোন একটা প্রবাদ, উক্তি বা উদ্ধৃতির মধ্যে যে ভাব রয়েছে তা বড় করে বলা ও লেখার কলাকৌশল শিক্ষার্থীদের শেখানো প্রয়োজন। পঠন আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ভাবসম্প্রসারণের মূল ভাবটিকে সনাক্ত করতে হবে। শিক্ষক শিশুদের সামনে এর মডেল উপস্থাপন করবেন। এবং আলোচনার মাধ্যমে এর আঙ্গিক ও নিয়ম সম্পর্কে ধারণা দেবেন। ভাব ও ভাষা দুইয়ের বিস্তৃতি ঘটানো যায় ছোট একটা বাক্য নিয়ে।

উদাহরণ:

পাখি উড়ে গেল।

দুটো পাখি গাছ থেকে উড়ে গেল।

দুটো লাল নীল পাখি গাছ থেকে উড়ে গেল।

লাল নীল রংয়ের পাখি দুটোর নাম মাছরাঙ্গা।

লাল নীল রংয়ের মাছরাঙ্গা পাখি দুটো গাছ থেকে উড়ে গেল।

লাল নীল রংয়ের মাছরাঙ্গা পাখি দুটো গাছ থেকে উড়ে নদীতে মাছ ধরতে গেল।

ভাবসম্প্রসারণের নিয়ম

ভাবসম্প্রসারণের নিয়ম জেনে নিন:

১. বিষয়টির শিরোনাম নির্বাচন যা মূলভাবকে প্রকাশ করবে।

২. মূলভাবকে দুই বা তিন ভাগে ভাগ করে দুই বা তিনটি অনুচ্ছেদে বর্ণনা করতে হবে।

৩. প্রতিটি অনুচ্ছেদের সাথে ভাবের মিল থাকবে।

৪. এক একটি অনুচ্ছেদে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত পাঁচ ছয়টি বাক্য থাকবে।

৫. বাক্যগুলোর মধ্যে যেন বৈচিত্র্য থাকে। বাক্যগুলো যেন একই ধরণের না হয়।

ভাবসংকোচন

ভাবসংকোচন ভাবসম্প্রসারণের বিপরীত কাজ বলা চলে। কোন কবিতা, গদ্যাংশ বা কবিতার অংশকে খুব সংক্ষেপে প্রকাশ করাকে আমরা ভাবসংকোচন বলতে পারি। প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের ক্ষেত্রে ভাবসংকোচনের জন্য কোন গল্পও ব্যবহার করা যেতে পারে। ভাব সংকোচনের জন্যও বিষয়টা যাতে সহজে ধরা যায় এমন একটা নাম দেওয়া দরকার। ভাষা সংক্রান্ত এই কাজে শিক্ষা দেবার জন্য প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ও বিচার বিবেচনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। এই সব আলোচনার মাধ্যমে শিশুরা নিচের ধারণাগুলো লাভ করবে:

উদাহরণ

- নির্বাচিত বা নির্ধারিত অংশটুকুর সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত রূপই ভাবসংকোচন।
- ভাবসংকোচন করার সময় বিষয়টির একটি নাম অবশ্যই দিতে হবে।
- ভাবসংকোচন একটি মাত্র অনুচ্ছেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।
- ভাবসংকোচনের জন্য পরিমিত বাক্য ব্যবহার করতে হবে।
- মনে রাখতে হবে যে ভাবসংকোচন আর সারাংশ এক নয়।
- ভাবসংকোচন গল্পের মাধ্যমে শেখা বেশ সহজ।

সারাংশ

সারাংশ বা সারমর্ম ভাষা সংক্রান্ত দক্ষতার পরিচয় বহন করে। ভাব সংকোচনের সাথে এর মিল খুব বেশি। কোন কবিতা, গল্প বা গদ্যাংশের সারমর্ম এর মূল বিষয়কে সংক্ষেপে প্রকাশ করে। তবে ভাব সংকোচনের বেলায় যতটুকু সংক্ষিপ্ত করা হয়, সারাংশের বেলায় তত খানি নয়। এবার তাহলে আমরা সারাংশের নিয়মগুলো জেনে নিই।

সারাংশ লেখার নিয়ম

১. নির্ধারিত অংশটির মূলভাব বা মর্ম প্রকাশ সারাংশের প্রধান কাজ।

২. সারাংশের সাথে মূল বিষয়ের সম্পর্ক অবশ্যই থাকতে হবে।

৩. সারাংশ সংক্ষেপ হবে।

৪. সারাংশ সুন্দর হবে।

৫. সারাংশের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় বা কম প্রয়োজনীয় অংশ থাকবে না।

৬. সারাংশ সাহিত্য গুণ সম্পন্ন হতে হবে।

৭. প্রয়োজনীয় সব কথা সারাংশে থাকতে হবে।

৮. অন্যান্য অনুরচনের মত সারাংশের বাক্যগুলো ঘটনার বা বক্তব্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে।

বই সম্পর্কে আলোচনা বা রিভিউ

গল্পের বই সবাই ভালবাসে। গল্প, ভ্রমণ কাহিনী, কৌতুক, রূপকথা, ছড়া ও কবিতার বই শিশুদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। আনন্দের জন্য তারা এসব বই পড়ে। গল্পের বই শিশুদের পঠন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। পাঠ্য বহির্ভূত গল্প কবিতার বই পড়তে উৎসাহ দেবার জন্য বই সম্পর্কে আলোচনা বা রিভিউ একটি প্রয়োজনীয় ভাষা সংক্রান্ত কাজ। এটিও এক ধরনের অনুরচন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের শেখাবার জন্য বই রিভিউর নিয়মগুলো জেনে নিন।

নিয়মগুলো নিচে দেওয়া হলঃ

১. বইয়ের নাম, লেখকের নাম, প্রকাশকের নাম

২. বইয়ের প্রাপ্তি স্থান

৩. বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা ও দাম

৪. প্রকাশনার তারিখ ও স্থান

৫. বইটির সারাংশ

৬. ভাললাগা চরিত্র, ঘটনা বা উদ্ধৃতি

৭. মতামত, কেন ভাললাগে ইত্যাদি

৮. ছবি, মলাট ও ছাপা কাগজ সম্পর্কে আলোচনা

৯. অন্য কোন বইয়ের সাথে মিল

১০. বইয়ের মধ্যে কোন ভুল বা অসঙ্গতি থাকলে তা নির্দেশ করা

১১. কোনও একটা মজার অংশ উল্লেখ করা

১২. ছবি কে এঁকেছেন তা বলা।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিশুরা কেবলমাত্র বইয়ের নাম, লেখকের নাম ও গল্পটা সম্পর্কে কিছু বলবে। তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণির শিশুরা এছাড়া ভাললাগা চরিত্র বা ঘটনাবলী সম্পর্কে বলবে বা

লিখবে। বইতে মজার ছবি থাকলে সে বিষয়টি তারা উল্লেখ করতে পারে। গল্পটা সম্পর্কে মতামত দেবে। পঞ্চম শ্রেণির শিশুরা নিয়ম সম্পর্কে সবকটি বিষয় সহজভাবে আলোচনা করতে পারে।

ঘোষণা বা বিজ্ঞপ্তি

ঘোষণা একটি প্রয়োজনীয় ভাষা দক্ষতা সংক্রান্ত অনুরচন। ঘোষণার মধ্যে কি, কোথায়, কখন, কে বা কারা ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব থাকে। ঘোষণা বা বিজ্ঞপ্তি লেখার সময় তাই বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্নগুলোর জবাব সুন্দর ভাবে সাজিয়ে উপস্থাপন করতে হয়। শিশুরা এই কাজটি খুব পছন্দ করে। এ কাজের অনুশীলন তারা খুশী মনে করবে। ঘোষণা বা বিজ্ঞপ্তির নিয়ম সম্পর্কে তাই তাদের জানা থাকা উচিত। সেগুলো যথাক্রমে:

- ঘোষণার বিষয়
- অনুষ্ঠানের স্থান
- ঘোষকের নাম ও পরিচয়
- অনুষ্ঠানের তারিখ
- প্রয়োজনে নির্দেশ
- আর কিছু জানার থাকলে।
- অনুষ্ঠানের সময়
- অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী

প্রতিবেদন

শিশুদের কৌতূহল খুব বেশি। আশেপাশে যে সব ঘটনা ঘটে তা তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তারা তা দেখে ও অন্যদের কাছে সে সম্পর্কে বলে। শিশুদের এই প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে কোন ঘটনা, উৎসব, সভা, খেলা, সার্কাস, বনভোজন ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের প্রথমে মৌখিক ও পরে লিখিত প্রতিবেদন রচনার কাজ দেওয়া যেতে পারে। এই প্রতিবেদন বা রিপোর্ট সম্পর্কে নিচের নিয়মগুলো তারা জানবে:

১. প্রতিবেদনের ভাষা সহজ হবে।
২. সবাই যা জানে সেটা বিস্তারিত করার দরকার নেই।
৩. দেখা ঘটনা থেকে অন্যের চোখে পড়েনি এমন কথা সংযোজন।
৪. ঘটনার ধারাবাহিকতা যেন বজায় থাকে।
৫. কোন গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাদ যেন না যায়।
৬. প্রতিবেদনটি যেন সবার আগ্রহ সৃষ্টি করে।

রোজনামচা

রোজনামচা বা ডাইরী লেখা বেশ মজার। প্রতিদিনের ঘটনা, কাজ, খেলা, বিশেষ আকর্ষণ, সম্পর্কে শিশুদের লিখতে শেখানো যেতে পারে। ছোট বেলা থেকে রোজনামচা লেখা অভ্যাস করলে বড় হয়েও তারা এই কাজটি করতে উৎসাহ পাবে। রোজনামচা লেখা একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবুও কিভাবে লিখতে হয় তা শিক্ষক শেখাবেন। যেমন–

১. রোজনামচায় তারিখ ও সময়।
২. ঘটনার বিবরণ।
৩. ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন অনুচ্ছেদ।
৪. মতামত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১. অনুরচনের সাথে রচনার সম্পর্ক খুব গভীর তার কারণ–
ক. অনুরচন রচনার ক্ষুদ্র অংশ
খ. রচনা লিখতে পারলে অনুরচন লেখা যায়
গ. রচনা ও অনুরচন লেখার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভাষা প্রয়োগের দক্ষতা প্রকাশ করে
ঘ. এগুলো ভাষা সংক্রান্ত কাজ।

২. অনুরচনের আওতাভুক্ত কাজ-
ক. বক্তৃতা খ. বই সমালোচনা
গ. ব্যাখ্যা ঘ. গবেষণা।

৩. প্রাথমিক শ্রেণিগুলিতে ভাবসম্প্রসারণ ও ভাবসংকোচন শেখানো সবচেয়ে সহজ–
ক. গল্পের মাধ্যমে খ. নিয়ম শেখাবার মাধ্যম
গ. বিষয়ের নাম নির্বাচন করার মাধ্যমে ঘ. এগুলি মুখস্থ করাবার মাধ্যমে।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বই রিভিউর নিয়মগুলো কি?
২. একটি ঘোষণায় কি কি থাকে?

চূড়ান্ত মুল্যায়ন

১. বাংলা লেখা শেখাবার কাজে যে বিষয়গুলো আপনাকে সাহায্য করতে পারে সে সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।
২. শিশুদের লেখা দিয়ে একটা দেয়াল পত্রিকা পরিকল্পনা করুন।
৩. আপনার পড়া মজার একখানা শিশু সাহিত্য শিশুদের কাছে কিভাবে উপস্থাপন করবেন তার বর্ণনা দিন।
৪. বার্ষিক বিচিত্রানুষ্ঠানের একটি ঘোষণাপত্র তৈরি করুন।
৫. রচনা লেখা শেখাবার কাজে যে বিষয়গুলো আপনাকে সাহায্য করতে পারে সে সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

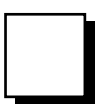

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১

১। গ; ২। ঘ; ৩। ক;

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২

১। ঘ; ২। খ; ৩। ক;